স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৬শে ভাদ্র বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 12th Sept. 1962 | ১৮শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ·৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে ভাদ্র বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

চোরের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি

—০—

যে সুযোগ পেলেই পরের দ্রব্য চুরি করে, সে রাজাই হউক, মহারাজাই হউক, তার তস্কর-বৃত্তি সে ছাড়তে পারবে না। ভারত চীনেদের সঙ্গে ভাই ভাই সম্পর্ক পাতিয়ে কতই সোহাগ করতো। ছড়া বেরিয়ে গেল—**হিন্দী চিনী ভাই ভাই** এই কুটুম্বিতে পাতিয়ে চীনী ভাই হিন্দী ভাইকে কি রকম আক্কেল দিতে আরম্ভ করেছে! হিন্দী ভাই এর রাজ্যের মানুষ ধরে নিয়ে গেল। ৯ জনকে হত্যা করলো। এখন আবার খুন করা মানুষগুলির মৃতদেহ ফেরত দিয়ে, ধরে নিয়ে যাওয়া মানুষদের ছেড়ে দিয়ে পুরানো কুটুম্বিতা আবার মেরামত করার মতলব দাখিল করতে সুরু করেছে।

এরা হিন্দী ভাই এর বহুস্থান জবর দখল করে এখন হিন্দী ভাইদের মন ভুলিয়ে বহুদিনের বন্ধুত্বের দরদ বুঝে হিন্দী ভাইকে বোকা বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চায়। বলে—হামরা ১২ মাইল হটে আসি, তোমরাও ১২ মাইল হটে যাও তখন দুই ভাইয়ে মিলে মাপ করে জরিপ করে আবার যেইসা কা তেইসা হয়ে যাব। হিন্দী ভাই কাশ্মীরে এখনও হানাদার ভাইদের সঙ্গে সাপে নেউলে বাস করছে।

এক বিশ্বাসঘাতক নেমকহারামের হাতে পড়ে সরলপ্রাণ মুনিব শেষ অবধি

"তোরই শিল তোরই নোড়া
তোরই ভাঙ্‌লাম দাঁতের গোড়া"

ক'রে চুরির মামলা মিটিয়ে নিয়ে লাভ করলে।

একটা গল্প বলি শুনুন—হুসিয়ারপুরের বক্রনাথ মুন্সী দয়ানগরের জমিদার সরলকুমার রায় মহাশয়ের বাটীতে খাজাঞ্চীর কর্ম্ম করিতেন। বক্রনাথ মুন্সী বাস্তবিকই মুন্সী লোক। তাঁহার সকল কাজেই মুন্সীয়ানা, এমন কি সরকারী তবিল হইতে টাকা কেমন করিয়া নিজ তবিল সামিল করিতে হয় তাহাও যে তাঁহার অজানা ছিল এমন নহে।

আজ তিন বৎসর বক্রনাথের হিসাব নিকাশ হয় নাই।

জমিদার বাবু দেওয়ানজীকে এইবারে বক্রনাথের হিসাব পরীক্ষার জন্য আদেশ করিলেন। তদনুসারে দেওয়ানজী বক্রনাথকে যাবতীয় কাগজ প্রস্তুত করিতে বলিলেন ও তজ্জন্য মাত্র পনের দিন সময় দিলেন। মনের অগোচর পাপ নাই। বক্রনাথ বাবু যে কত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অজানা ছিল না। তিনি দেখিলেন—হাজার তিনেক টাকা তার তসরুপাত করা নিকাশ আমলে সাব্যস্ত হইবেই। প্রভুভক্ত বিশ্বাসী ধর্ম্মভীরু দেওয়ানজীকে অর্থ দিয়া হাত করার উপায় নাই। সদর নায়েব মশায় হইলেও যা' হয় এক রকম করা চলিত। বক্রনাথ বাবু নিরুপায় হইয়া সদ্‌বুদ্ধি লইবার জন্য সেকালের বাজালা জানা অথচ নামজাদা পসারওয়ালা উকিল চক্রপাণি মিত্র মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। চক্রপাণি গ্রাম সম্পর্কে তাঁর খুড়া হইতেন। বক্রনাথের বিপদের কথা আদ্যপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া চক্রপাণি বাবু বার কত পাকা গোঁপে মোচড় দিয়া কপাল ও ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মস্তিষ্কে সদ্‌বুদ্ধির আমদানি করিলেন। এইবারে চক্রপাণির মুখখানি দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যেন বক্রনাথের নিকাশরূপ শক্তিশেলের বিশল্যকরণী আবিষ্কার করিয়াছেন। চক্রপাণি খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্র বক্রনাথকে মুরুব্বিয়ানা স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হ্যাথ বকা, তুই আমার বংশী দাদার ছেলে, তোর বিপদ আমি নিজের বিপদ ব'লে মনে করি। হ্যারে! তোর হাতে সরকারী তবিল এখনও আছে তো? বক্রনাথ বলিলেন—"আছে খুড়ো।"

খুড়ো বলিলেন—"তবে কুছ পরোয়া নাই, তুই তিন হাজার ভেঙ্গেছিস; আরও সাত হাজার বাড়ী নিয়ে আয়। ছয় হাজার তুই নিজে নিস্ আর এক হাজার আমার ফি নয়—খরচা দিস্ তোকে বেমালুম বাঁচিয়ে দিব।" বক্রনাথ খুড়োর পরামর্শ মত তাহাই করিল। নিকাশে তাহার দশ হাজার টাকা ভাঙ্গা সাব্যস্ত হইল। জমিদার বক্রনাথের নামে তবিল তসরুপাতের জন্য ফৌজদারীতে নালিশ করিতে উদ্যত হইলেন। উকীল চক্রপাণি এই সংবাদ পাইয়া সরলকুমার বাবুর বাটী বক্রনাথকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। জমিদার বাবুর সামনে বক্রনাথকে চোর, বেকুব, বোকা প্রভৃতি আখ্যা দিয়া কৃত্রিম তিরস্কার করিলেন। পরিশেষে সরল বাবুকে অনুরোধ করিলেন—দেখুন বকা আমার আত্মীয়, নিশ্চয়ই তার জেল হবে। আপনি যদি একটা রফা ক'রে নেন তবে আমি নিজে এই হতভাগার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা কোন রকমে দিতে পারি। এর বাবা আমার খুব বন্ধু ছিল। জমিদার বাবু দেখিলেন বক্রনাথকে ফাটক দিলে তার কি লাভ হইবে। বরং রফা করিলে অর্দ্ধেক টাকা ঘরে আসে। কাজেই রাজী হইলেন। বক্রনাথ শেষকালে যে সাত হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল তাহার এক হাজার খুড়ো লইলেন পাঁচ হাজার জমিদারকে দিয়া রফা হইল ও এক হাজার টাকা লাভ থাকিল।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনারের সহিত গ্রাম্য চাষীর আলোচনা

সহযোগী "বীরভূম-বাণীতে" প্রকাশ বিগত ১১ই আগষ্ট বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনর শ্রীভি. এস. সি. বোনার্জি আই-এ-এস মহোদয় বীরভূম জেলার কীর্ণাহার গ্রামের উন্নতিকর কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতে যাইলে সেখানে লোয়ার নান্নুরের অধিবাসী জনৈক স্বাবলম্বী চাষীকে দেখিয়া তিনি আনন্দের সহিত তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন এই যে হেলারাম বাবু আপনি অতদূর হইতে এখানে আসিয়াছেন দেখিতেছি। উত্তরে চাষী কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলেন আমার ন্যায় ক্ষুদ্র পল্লী চাষীকে যে আপনি আজও স্মরণ রাখিয়াছেন তাহার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত। চাষের খবর ও অন্যান্য অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সরল চাষী অকপট চিত্তে বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তা হইতে গ্রাম-সেবক, পরিদর্শক ওভারসিয়ার ইত্যাদি সরকারী

চাকুরিয়াদের বিভিন্ন দুর্নীতির কথা কমিশনার মহাশয়কে জানাইতে থাকেন।

বিভাগীয় কমিশনারের নিকট বহু লোকের উপস্থিতিতে একজন গ্রাম্য চাষী উন্নয়ন ব্লক হইতে সুরু করিয়া কৃষিঋণ ও অন্যান্য বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের গাফিলতি ও অসাধুতা সম্পর্কে প্রাণখোলা অভিযোগ করিতেছে দেখিয়া কেহ কেহ বিচলিত হন এবং বিভাগীয় কমিশনার মহাশয়কে ঐ সম্পর্কে কিছু ইংরাজীতে বলিলে চাষী বলে "হুজুর আমি ইংরাজী জানি না হয়ত আমার অভিযোগ সম্পর্কে কিছু বলা হইতেছে কিন্তু আমি এইটুকু জানাই যে আমি যাহা বলিতেছি তাহা নিছক সত্য কথা।" কমিশনার মহাশয় সহাস্য প্রশান্ত কণ্ঠে বলেন "হেলারাম বাবু আমি আমি আপনি সরল চাষী আপনার কথা আমি শুনিলাম। চাষের আরও উন্নতিসাধন করুন, স্বাবলম্বী হন এবং সকলকে আপনার মত স্বাবলম্বী চাষী হইতে উৎসাহ দেন। এবার আমি আপনাকে দিল্লীর কৃষি মেলায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। এই চাষীটি বহুদূর হইতে পথক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া একজন সহৃদয় পদস্থ ব্যক্তির সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। বিভাগীয় কমিশনার এই ব্যক্তির যাতায়াত খরচাদির জন্য কিছু অর্থ সাহায্য দিতে নাকি ব্লকের অফিসারকে নির্দ্দেশ দেন।

প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী যদি গ্রামের চাষীদের বিশ্বাস করেন এবং তাহাদের কথা এই-ভাবে শোনেন ও অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা করেন তাহা হইলেই সরকার জনপ্রিয় হইবে এবং দেশের লোক সরকারী কর্ম্মচারীকে নিজের লোক বলিয়া মনে করিতে পারিবে। দুর্নীতিতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রশ্রয় দেওয়া এবং তাহাদের অন্যায় লঘু করিয়া দেখা একান্ত অনুচিত।

বাড়ী বিক্রয়ঃ— জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ৫নং ওয়ার্ডে ব্যবসাস্থলে সদর রাস্তার উপর পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ।

কৃষিকাজে অগ্রগতি

আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং কীট পতঙ্গের আক্রমণ সত্বেও ১৯৬১-৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গের ৯৫,৬০ লক্ষ একর জমিতে আমন ধান জন্মেছে ৪৩ লক্ষ টন।

* * *

১৯৬১-৬২ সালে প্রায় ৪০,০০০ মণ উৎকৃষ্ট ধান্যবীজ বিতরণ করা হ'য়েছে এবং আরও প্রায় ৬,০০০ মণ বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হ'য়েছে দুর্গত এলাকার চাষীদের মধ্যে।

* * *

১৯৬১-৬২ সালে ৬৩,০০০ টন অ্যামোনিয়ম সালফেট ও ৩৩,৩৪৭ টন সুপার ফসফেট সহ রাসায়নিক সার চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হ'য়েছে।

* * *

উন্নত কৃষিপদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা দানের জন্য সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে খোলা হ'য়েছে ৯৭০টি প্রদর্শন কেন্দ্র।

* * *

অধিক ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে আমরা যে কয়টি উপায় গ্রহণ করেছি তারই সাহায্যে গ'ড়ে উঠবে—

॥ স মৃ দ্ধ ত র বা ং লা ॥

প শ্চি ম ব ঙ্গ স র কা র কর্ত্তৃ ক প্র চা রি ত।

ক্লার্কস গ্রেড পরীক্ষায় বয়সের সুবিধা

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্ত্তৃক গৃহীত ক্লার্কস গ্রেড পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৩৫ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন সাবর্ডিনেট অফিসে তিন বৎসর চাকুরী করিয়াছে এরূপ সকল কেরাণীই এই সুবিধা পাইবেন। তবে কাহাকেও দুইবারের বেশী পরীক্ষার সুযোগ দেওয়া হইবে না। দ্বিতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

শোক সংবাদ

গত ১৮ই ভাদ্র সাগরদীঘি থানার নাচনা গ্রামের মহম্মদ জাফর হোসেন সাহেবের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ রাবিউল হক মাতাপিতা, ভ্রাতাভগ্নী, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। শ্রীমান্ পুণা কৃষি কলেজ হইতে সুনামের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বি-এস-সি (এগ্রিঃ) অনার্স ডিগ্রী লাভ করিয়া বর্দ্ধমান জেলার মন্তেশ্বর ব্লকে চাকরী করিতেছিল। আমরা তাহার শোক-সন্তপ্ত স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ,
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নুতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলিঃ 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

আর. পি. ওয়াচ কোং

জঙ্গিপুর পৌরসভার দক্ষিণে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।

ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

বিঃ দ্রঃ—আমরা যে কোন কোম্পানীর নূতন ঘড়ি দুই সপ্তাহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকি।